যায়যায়দিন

তারিখ ... 19 NOV 2007 ...
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৪...

সরকারি নিয়ম-কানুনের আওতায় আসছে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল : নীতিমালা চূড়ান্ত

আশরাফুল হক রাজীব

ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের স্বাধীনতার দিন শেষ হচ্ছে। তাদের লাগাম টেনে ধরছে সরকার। স্বাধীনভাবে চলার পথ বাদ দিয়ে তাদের আসতে হচ্ছে কঠিন সরকারি নিয়মকানুনের আওতায়।

দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন কারিকুলাম বাদ দিতে হবে। কোনো রকম ডোনেশন আদায় করা যাবে না। পরিচালনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য থাকবে ম্যানেজিং কমিটি। তফসিলি ব্যাংকে রাখতে হবে সংরক্ষিত তহবিল। নির্দিষ্ট হারে থাকতে হবে ছাত্র-শিক্ষকের অনুপাত। চার্টার্ড অ্যাকাউন্টান্ট ফার্ম দিয়ে যাচাই করতে হবে স্কুলের হিসাব। এসব কঠিন বেড়াজালে আটকে যাচ্ছে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলো। এসব তথ্য জানিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র।

ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের নীতিমালা চূড়ান্ত

- ডোনেশন নিষিদ্ধ
- পুনঃভর্তির নামে টাকা আদায় করা যাবে না
- বাধ্যতামূলক নিবন্ধন ফি ও সংরক্ষিত তহবিল
- ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ৩০ : ১

করেছে সরকার। এ মাসেই এ নীতিমালা জারি করা হবে। নীতিমালায় টিউশন ফি এবং শিক্ষার্থীদের বেতন নির্ধারণে বিধি-নিষেধ আরোপ করা হচ্ছে। শিক্ষক নিয়োগেও থাকছে বাধ্যবাধকতা।

বেসরকারি (ইংরেজি মাধ্যম) বিদ্যালয় নিবন্ধন বিধিমালা-২০০৭ নামে এ নীতিমালা এ মাসেই জারি করা হবে।

দেশে কয়েক হাজার কিন্ডারগার্টেন, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল রয়েছে। এসব স্কুলের মধ্যে কতোগুলো স্কুল অফ ইউনিভার্সিটি অফ ক্যামব্রিজ এবং ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডনের আওতায় ও লেভেল এবং এ লেভেল কোর্স করাচ্ছে। এসব প্রতিষ্ঠান সরকারের কোনো দফতরে রেজিস্ট্রিভুক্ত নয়। বিধিমালায় এসব প্রতিষ্ঠানকে রেজিস্ট্রিভুক্ত হতে বাধ্য করা হচ্ছে। রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ হবে পাচ বছর। নার্সারি, কিন্ডারগার্টেন ও প্রাইমারি স্কুলের নিবন্ধন ফি ১২ হাজার, নিম্ন-মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের নিবন্ধন ফি ১৪ হাজার এবং উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমানের স্কুলের জন্য ১৬ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

এসব স্কুলের বিরুদ্ধে মাত্রাতিরিক্ত টিউশন ফি পৃ ১৫ ›› ক ৩

সরকারি নিয়ম-কানুনের আওতায়

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। অভিভাবকদের বাধ্য করা হয় নির্দিষ্ট দোকান থেকে বই ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ কিনতে। বেশির ভাগ ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন দেয়া হয় খুবই কম। এসব স্কুলের বেশির ভাগই আবাসিক এলাকায় অবস্থিত এবং স্কুলের সমন্বিত কোনো কারিকুলাম নেই।

প্রতিটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলেই বাধ্যতামূলকভাবে ম্যানেজিং কমিটি থাকতে হবে। ১১ সদস্যের এ কমিটি স্কুল পরিচালনার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে। এসব কমিটিতে ছাত্রদের অভিভাবকদের প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে। কমিটিতে শিক্ষক এবং মালিকদের অন্তর্ভুক্তির বিধানও থাকছে, স্কুলের হেডমাস্টার অথবা প্রিন্সিপাল কমিটির সদস্য সচিব হবেন। কমিটির মেয়াদ হবে তিন বছর। প্রতি দুই মাসে ম্যানেজিং কমিটিকে একটি সভা করতে হবে। এ ম্যানেজিং কমিটি টিউশন ফি নির্ধারণ করবে। স্কুলের জন্য শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ করবে। তাদের বেতনভাতাও নির্ধারণ করবে কমিটি। একই সঙ্গে কমিটি স্কুলের আয়-ব্যয়ের হিসাব অডিট করাবে। স্কুলের অবকাঠামো, শিক্ষার মান ও পরিবেশ উন্নয়নের জন্য কাজ করবে।

নীতিমালায় ডোনেশন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ভর্তি নবায়ন ও পুনঃভর্তির নামে টাকা আদায় করা যাবে না। তবে স্কুলের সহপাঠ কার্যক্রম পরিচালনায় কোনো বিশেষ সুবিধা দেয়ার এবং উন্নতমানের শিক্ষা যন্ত্রপাতি স্থাপনের জন্য ম্যানেজিং কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে ফি আদায় করা যাবে।

স্কুলগুলোকে বাধ্যতামূলকভাবে সরকার অনুমোদিত কারিকুলাম অনুসরণ করতে হবে। আন্তর্জাতিক স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের কারিকুলামও অনুসরণ করার বিধান রাখা হচ্ছে। স্কুলগুলো এককভাবে কোনো টেক্সট বই নির্ধারণ করতে পারবে না। এর জন্য ন্যাশনাল কারিকুলাম এবং টেক্সট বুক বোর্ডের অথবা কোনো স্বীকৃত সংস্থার অনুমোদন লাগবে। ইংলিশ মিডিয়ামের কোনো টেক্সট বুকে জাতীয় ইতিহাস বিকৃত করা যাবে না। সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন বইও পড়ানো যাবে না।

প্রতিটি স্কুলে লাইব্রেরি থাকা বাধ্যতামূলক। নার্সারি, কিন্ডারগার্টেন এবং প্রাইমারি স্কুলের লাইব্রেরিতে কমপক্ষে ৫০০, নিম্ন-মাধ্যমিক বা সমমানের স্কুলের লাইব্রেরিতে কমপক্ষে দুই হাজার এবং উচ্চ-মাধ্যমিক বা সমমানের স্কুল লাইব্রেরিতে কমপক্ষে তিন হাজার বই থাকতে হবে।

ছাত্র-শিক্ষকের অনুপাত নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। কিন্ডারগার্টেন, নার্সারি ও প্রাইমারি স্কুলের জন্য ১৫ শিক্ষার্থীর জন্য একজন শিক্ষক থাকতে হবে। মাধ্যমিক বা সমমানের স্কুলের জন্য ছাত্র-শিক্ষকের অনুপাত নির্ধারণ করা হয়েছে ২৫ : ১ এবং উচ্চ মাধ্যমিকে এ অনুপাত হবে ৩০ : ১।

স্কুলগুলোর জন্য নিজস্ব মালিকানা বা ভাড়ায় জমি থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। মেট্রোপলিটন এলাকার নার্সারি, কিন্ডারগার্টেন এবং প্রাইমারি লেভেলের স্কুলের জন্য জমি থাকতে হবে কমপক্ষে শূন্য দশমিক ১৫ একর। জেলা পর্যায়ে প্রতিটি স্কুলের জন্য থাকতে হবে শূন্য দশমিক ৩৩ একর। নিম্ন-মাধ্যমিক, মাধ্যমিক বা সমমানের স্কুলের জন্য মেট্রোপলিটন এলাকায় জমি থাকতে হবে শূন্য দশমিক ১৫ একর। পৌর এলাকায় এ জমি থাকবে শূন্য দশমিক ৩০ একর এবং পল্লী এলাকায় শূন্য দশমিক ৫০ একর। উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমানের স্কুলের জন্য জমি থাকতে হবে মেট্রোপলিটন এলাকায় শূন্য দশমিক ২৫ একর, পৌর এলাকায় শূন্য দশমিক ৫০ একর এবং পল্লী এলাকায় শূন্য দশমিক ৭৫ একর।

প্রতিটি স্কুলের জন্য সংরক্ষিত এবং সাধারণ তহবিল থাকতে হবে, যা কোনো তফসিলি ব্যাংকে সঞ্চয়পত্র আকারে রাখা হবে। এ টাকা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া উঠানো যাবে না। মেট্রোপলিটন এলাকার নার্সারি, কিন্ডারগার্টেন ও প্রাইমারি স্কুলের জন্য সংরক্ষিত তহবিল হবে দুই লাখ টাকা। জেলা সদরের জন্য এটা হবে দেড় লাখ টাকা। জেলা সদরের বাইরে স্কুল হলে সংরক্ষিত তহবিলের পরিমাণ হবে এক লাখ টাকা। নিম্ন-মাধ্যমিক, মাধ্যমিক বা সমমানের মেট্রোপলিটন এলাকার স্কুলের জন্য তিন লাখ টাকা, জেলা সদরের জন্য আড়াই লাখ এবং অন্যান্য এলাকার জন্য দেড় লাখ টাকা। উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমানের মেট্রোপলিটন এলাকার স্কুলের জন্য সংরক্ষিত তহবিল রাখা হয়েছে চার লাখ টাকা। জেলা সদরের জন্য সাড়ে তিন লাখ এবং জেলা সদরের বাইরের স্কুলের জন্য সংরক্ষিত তহবিল ধরা হয়েছে দুই লাখ টাকা। সাধারণ তহবিলে শিক্ষার্থীদের বেতন-ভাতা জমা হবে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রাপ্ত আয় বা অনুদানও সাধারণ তহবিলে জমা দিতে হবে। সরকার বা অন্য কোনো সংস্থার দেয়া টাকাও এ তহবিলে জমা রাখতে হবে।

নতুন বিধিমালায় পরিদর্শনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন পরিদর্শন ও নিরীক্ষা পরিদফতর স্কুল পরিদর্শন করতে পারবে। অফিসারের রিপোর্ট অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পারবে সরকার।